দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

৫ম ঢাকা বইমেলা '৯৮

১-১৫ ডিসেম্বর

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে বইমেলা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

গোলাম মঈনউদ্দিন

বিশিষ্ট গ্রন্থবিজ্ঞানী এবং প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ Robert lawrence Holt বইমেলাকে সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বই ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ গঠনে বিপুল ও দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখে। ব্যক্তি জীবনে বইয়ের কোন বিকল্প নেই। বিপুল আনন্দ লাভের জন্যে, জ্ঞান ও মেধার বিকাশে, ইতিহাস অনুসন্ধানে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অবদানের সাথে একাত্ম হতে আমাদেরকে বারংবার বইয়ের মুখোমুখি হতে হয়। বই মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও মনোহর সামগ্রী।

বইমেলা বইয়ের উন্নয়ন ও প্রচারের শক্তিশালী একটি মাধ্যম। বইয়ের গুরুত্ব ও ভূমিকাকে সুদূরপ্রসারী করতে হলে বইয়ের ব্যবহারকে বিস্তৃত করতে হবে। বইয়ের প্রচার করতে হবে। বইকে সহজলভ্য করতে হবে। একাজে দেশে দেশে বইমেলা দিনে দিনে নানা ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান হয়ে উঠছে। বইমেলা ব্যক্তি ও সমাজ সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে। বিমল আনন্দ, সুখ ও উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে বইমেলা আমাদেরকে গ্রন্থমনস্ক করে তোলে। পাঠানুরাগ ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশে বইমেলা

বাংলাদেশে বইমেলার প্রবর্তন ও বিকাশে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অনন্য-ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ইউনেস্কোর এই ঘোষণার সাথে একাত্ম হয়ে গ্রন্থ উন্নয়ন বিষয়ক যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে 'জাতীয় গ্রন্থমেলা' তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থমেলা ১৯৭৪' নামে এই বইমেলা ঢাকা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান ঢাকা বইমেলা। ঢাকা শহরে বিভিন্ন ভবন অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত জাতীয় গ্রন্থমেলার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম ঢাকা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় বিজয় সরণী মাঠে। বাংলাদেশে এই প্রথম একটি আন্তর্জাতিক মানের বইমেলার আয়োজন করার সফল উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। এজন্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ অশেষ প্রশংসার দাবিদার। বিগত ৪ বছরে ঢাকা বইমেলা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এর পরিধিগত ও গুণগত নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা, স্থানীয় বিদেশী দূতাবাস, বিদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সংস্থার স্থানীয় পরিবেশকগণ ঢাকা বইমেলায় স্ব স্ব দৃষ্টিনন্দন স্টল সাজিয়ে বসেন।

ঢাকা বইমেলার মতো বাংলাদেশের আরো একটি উল্লেখযোগ্য মেলা 'অমর একুশে বইমেলা'। এ দুটি মেলাই মূলত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বইমেলা এবং বইয়ের উন্নয়ন ও প্রচারের বৃহত্তম মাধ্যম। অমর একুশের বইমেলার সাথে আমাদের আবেগ অনুরাগ এবং ভাষা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি ও অঙ্গীকার জড়িত।

বইমেলার স্থান, সময় ও মান

'অমর একুশের গ্রন্থমেলা' বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ জুড়ে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা– ঢাকা বইমেলার স্থান নিয়ে এখনই ভাববার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ মেলার স্থানপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তার কারণে ৪র্থ ঢাকা বইমেলা আয়োজনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তাতো আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। কেবল বইমেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করা সম্ভব না হলে একটি স্থায়ী মেলা প্রাঙ্গণ তৈরি করা যেতে পারে যেখানে সারা বছর ধরে বইমেলাসহ অন্যান্য মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বইমেলা আয়োজনের নিশ্চয়তা প্রদান করার মাধ্যমে এবং অন্যান্য বিশিষ্টতার কারণে বর্তমান বিশ্বে যে সকল স্থানের বাৎসরিক বইমেলা আন্তর্জাতিক মেলার মর্যাদা পেয়েছে– তা হলো ব্রাসেলস্ বোলগনা, জেরুজালেম, মনট্রিল, কুইবেক, ওয়ারস্, টরেনটো, ফ্রাঙ্কফুট এবং লন্ডন। সবচেয়ে বড় মেলা বসে ফ্রাঙ্কফুট ও বোলগনাতে। ফ্রাঙ্কফুট মেলাকে বলা হয় বিশ্ব বইমেলা। শিশুতোষ বইয়ের সবচেয়ে বড় বাৎসরিক উৎসব বসে বোলগনাতে। এ সমস্ত আন্তর্জাতিক বইমেলা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বিশ্বের বড় বড় প্রকাশক, এজেন্ট, লেখক এবং পরিবেশকগণ এ মেলা সম্পর্কে অবহিত হন এবং প্রায় এক বছর আগে থেকে মেলায় যোগদানের যাবতীয় ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। তাই ঢাকা বইমেলার চরিত্রে আন্তর্জাতিক মান আরোপ করতে হলে প্রথমেই এ মেলার আয়োজনে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারণ করা দরকার এবং প্রতিবছর তা বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করা দরকার।

আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন

৩য় ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '....বইমেলার লক্ষ্যই হচ্ছে, বইয়ের বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। বইমেলা বিপণন কার্যক্রমের একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু বইমেলা এখনো আন্তর্জাতিক মেলায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।' (সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬)। আমরা আশা করি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বাণী অনুসরণ করে ঢাকা বইমেলাকে কালক্রমে ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলার আদলে রূপান্তরিত করতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা শহরে এই মুহূর্তে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজন করা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ আমরা এখন অনবরত ছোটখাট মেলা, প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নানা ধরনের পণ্যের সাথে, পণ্য উৎপাদনকারীর সাথে পরিচিত হচ্ছি। আর বইয়ের মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্যের একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খুব কি অমূলক প্রত্যাশা। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ৫ বছরে একবার একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রকাশকদের মনোযোগ বাংলাদেশের প্রকাশনা পরিমণ্ডলের দিকে নিবদ্ধ হবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ, মত বিনিময় এবং সেমিনার ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমাদের প্রকাশনার মান উন্নত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে ও বাংলাদেশের বই বিদেশে রপ্তানির পথ সুগম হবে।

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বইমেলা এবং বিদেশে বইয়ের বাজার-সৃষ্টি

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি মেলার আয়োজন করে। সেখানে বই ছাড়া অন্যান্য পণ্যের প্রদর্শনী, বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। বইকে রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে গণ্য করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য সকল মেলায় বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে যখন বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি পাঠানো হয় কিংবা বিভিন্ন মেলায় যখন রপ্তানিযোগ্য পণ্য-উৎপাদনকারীকে প্রেরণ করা হয় বা মেলা পরিদর্শনের সুযোগ দেয়া হয় তখন বইয়ের প্রকাশক, বই আমদানি-রপ্তানিকারক, পরিবেশককে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বা বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সম্মিলিত উদ্যোগে নিইইয়র্ক, লন্ডন, টরেনটোর মতো শহরে বাংলাদেশের একক বইমেলার আয়োজন করা যেতে পারে এবং মেলা উপলক্ষে এ সকল স্থানে প্রকাশক বা রপ্তানিকারকদের পাঠানো যেতে পারে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আনুকূল্যে দেশের কয়েকজন প্রকাশক সম্মিলিতভাবেও বিদেশে বাংলাদেশের একক বই-মেলার আয়োজন করতে পারেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি কেবল উত্তর আমেরিকায় এক লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন। প্রকাশক বা রপ্তানিকারকগণ যদি এ সমস্ত মেলায় বাংলাদেশের বইয়ের চাহিদা প্রত্যক্ষ করতে পারেন তাহলে তারা বিদেশে বাংলাদেশের বইয়ের বাজার সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। এ ছাড়া প্রবাসী বাঙালিরা হাতের কাছে বাংলাদেশের বই পেলে তা ক্রয় করতে এবং পাঠ করতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। মেলা চলাকালে এবং অনান্য সময়ে নানা প্রকার প্রচার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বইয়ের খবর প্রবাসের সম্ভাব্য ক্রেতা বা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেও আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া যেতে পারে।

বইমেলা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক

বইমেলা ও বই আমদানি-রপ্তানিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা এই মুহূর্তে ভারতের সাথে এ জাতীয় একটি সম্পর্ক স্থাপন ও চুক্তিতে যেতে পারি। এই সম্পর্কের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বছরে ১ বার কলিকাতা এবং ভারত একইভাবে বছরে ১ বার ঢাকাতে বইমেলার আয়োজন করবে। নির্দিষ্ট একটি অর্থের বই ভারত মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশে আনবে এবং বাংলাদেশও একইভাবে নির্দিষ্ট অর্থের বই ভারতে নিয়ে যাবে। উভয় দেশ মেলায় উপস্থাপিত নির্দিষ্ট অর্থের বই ক্রয় করে নেবে এবং তৎপূর্বে বইগুলো মেলায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের পক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং ভারতের পক্ষে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া এ জাতীয় বাণিজ্যিক চুক্তির বাস্তবায়ন পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট অর্থের বই প্রতি বছর ভারতে প্রদর্শন ও বিক্রি হবে এবং মেলা উপলক্ষে উভয় দেশের গ্রন্থানুরাগীরা প্রতিবেশী দেশের উল্লেখযোগ্য বইয়ের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। ধরা যাক যদি এ জাতীয় মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকার বই এই মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে বাংলাদেশের প্রকাশকগণ বছরে ৩০ লক্ষ টাকার বই ভারতে বিক্রির একটি নিশ্চিত সুযোগ লাভ করবে।

শেষ কথা

বইমেলা যেন কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক কার্যক্রমে পর্যবসিত না হয়। সেদিকে মেলা আয়োজকদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বইমেলার মাধ্যমে যাতে লেখক ও প্রকাশকের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নানামাত্রিক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয় সে লক্ষ্যে অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। এক্ষুনি, এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পথ অনুসন্ধানের জন্যে লেখক, প্রকাশক, আমদানি-রপ্তানিকারক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি যথার্থ অর্থে, শক্তিশালী কমিটি গঠন করা যেতে পারে। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে নানা প্রকার কমিটি গঠন করি। কমিটি একট নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সুপারিশ পেশ করে। এ খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে সংস্থা এ জাতীয় কাজের দায়িত্বে থাকে তারা নিরঙ্কুশ প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু কমিটির সুপারিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয় না কিংবা বাস্তবায়নে আমাদের আগ্রহ পূর্ববৎ থাকে না। এর ফলে আমাদের অনেক শ্রম ও মেধার অপচয় হয়। তাই সুপারিশ বাস্তবায়নের সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার মনে রেখেই প্রস্তাবিত কমিটি গঠন করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৫ম ঢাকা বইমেলা
১-১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮
শেরে বাংলা নগর মেলামাঠ
বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা
ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা